সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের ইতিহাস

১। সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দাও।

উঃ 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্'—রসাত্মক বাক্যই কাব্য। কাব্য দৃশ্য ও শ্রব্য ভেদে দুই প্রকারের। দৃশ্যতা বা অভিনেয়তা সম্পন্ন কাব্য দৃশ্য কাব্য। আর কাব্যপাঠ বা শ্রবণের মাধ্যমে যে কাব্যের রসাস্বাদন তাই শ্রব্যকাব্য। শ্রব্যকাব্যের তিনটি ধারা—গদ্য,পদ্য, মিশ্র বা চম্পূকাব্য। ছন্দোবদ্ধ রচনা পদ্যকাব্য। 'পদ্যং বৃত্তচতুস্পদী'। 'অপাদঃ পদসন্তানো গদ্যং'—ছন্দের বন্ধনমুক্ত রচনা গদ্য। অপরপক্ষে গদ্য ও পদ্যের মিশ্রণে রচিত কাব্য চম্পূকাব্য—'গদ্যপদ্যময়ীং চম্পূরীত্যভীধীয়তে'। তন্মধ্যে গদ্যকাব্য কয়েকটি ভাগে বিভক্ত— কথা, আখ্যায়িকা, খণ্ডকথা, পরিকথা ও কথালিকা। গল্প সাহিত্য খণ্ডকথা পর্যায়ের রচনা।

সংস্কৃত সাহিত্যের বিশাল অংশ জুড়ে গল্পসাহিত্যের অবস্থান। গল্পসাহিত্যে গল্পকার গল্পকাহিনী বর্ণনা করে একটি নীতি বাক্যের অবতারনা করেন। সুপ্রাচীনকাল থেকেই গল্পের প্রতি মানুষের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেই গল্প করতে ভালোবাসেন। গল্প অবসর কাটানোর অন্যতম উপায়। ভারাক্রান্ত মন শান্ত করার উদ্দেশ্যে মানুষ বন্ধুদের সাথে গল্প করেন। সর্বোপরি শিশুমনকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যেও গল্প প্রয়োজন। যে বয়সে গুরুগম্ভীর কথাবার্তার কোন তাৎপর্য থাকে না, ভয় ভীতি কি তা জানে না, সেই সুকুমার কোমল বয়সেও শিশুমনের কাছে গল্পের একটা স্বভাবিক আবেদন থাকে। গল্পকারগণ মানবিক প্রবৃত্তির এই দিকগুলি নিয়ে গল্পসাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। ফলে গল্পসাহিত্য সৃষ্টির পশ্চাতে যে কারণগুলি বিদ্যমান রয়েছে সেগুলির অন্যতম হলো অবসর যাপন; চিত্ত বিনোদন, শিশুশিক্ষা ও নীতিশিক্ষা।

এক সার্বজনীন আবেদন নিয়ে গল্পকার এক মোহময় পরিবেশ সৃষ্টি করে রূপকথার ঝাঁপি নিয়ে শিশুমনের দোরগোড়ায় উপস্থিত হন। ফলে চরিত্র সৃষ্টির ব্যাপারে গল্পকার এক চরম স্বাধীনতা ভোগ করেন। অচিন দেশের রাজপুত্র, রাজকন্যা, সোনারকাঠি, রূপোরকাঠি, ব্যঙ্গামা-ব্যঙ্গামী, পক্ষীরাজ ঘোড়া, একচক্ষুরাক্ষসী, অন্ধকার গুহা প্রভৃতি গল্প সাহিত্যে রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টির পক্ষে সহায়ক। মানুষের পাশাপাশি শুক সারি, কুমীর, বানর, শৃগাল, কুকুর, প্রভৃতি ইতর প্রাণীও গল্পের চরিত্ররূপে অক্লেশে উঠে আসতে পেরেছে। কথার জাল বুনে গল্পকার সকল স্তরের মনুষ্য মনকে এক রহস্যঘন মায়াবী পরিবেশে নিয়ে যেতে পারেন। জীবনের উপযোগী নীতি আদর্শগুলিকে গল্পের মোড়কে পরিবেশন করে গল্পকার প্রকৃত অর্থেই এক প্রকৃত সমাজ শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন।

Scanned with CamScanner

পঞ্চতন্ত্র ঃ—সংস্কৃত সাহিত্যের এক বিশাল অংশ জুড়ে গল্পসাহিত্যের অবস্থান। এই সাহিত্য সংস্কৃত সাহিত্যের গৌরববহ বস্তু। এই গৌরবের দরবারে উজ্জ্বলতম রত্ন অতি অবশ্যই পঞ্চতন্ত্র। দাক্ষিণাত্যের কবি বিষ্ণুশর্মা পাঁচটি তন্ত্র বা অধ্যায়ে রচনা করেন পঞ্চতন্ত্র। গ্রন্থের প্রস্তাবনায় কবি বলেছেন—

"সকলার্থশাস্ত্রসারং জগতি সমালোক্য বিষ্ণুশর্মেদম্।
তন্ত্রৈঃ পঞ্চভিরেতচ্চকার সুমনোহরং কাব্যম্"।

সমস্ত অর্থশাস্ত্র, কাব্যশাস্ত্র, সংহিতাগ্রন্থ পর্যালোচনা করে কবি বিষ্ণুশর্মা মিত্রভেদ, মিত্রপ্রাপ্তি, লব্ধপ্রনাশ, কাকোলূকীয় ও অপরিক্ষীতকারক— এই পাঁচটি তন্ত্রে বিভক্ত পঞ্চতন্ত্র রচনা করেন। দাক্ষিণাত্যের মহিলারোপ্যনগরীর শাসক অমর সিংহের মূর্খ ও নির্বোধ পুত্রদের বাস্তবজ্ঞান ও নীতিশিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে শিক্ষক কবি বিষ্ণুশর্মা এই গ্রন্থ রচনা করেন।

বাইবেলের পর সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচারিত এই গ্রন্থ। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় সকল ভাষায় পঞ্চতন্ত্র অনূদিত। পাশ্চাত্য সাহিত্য সমালোচক Hertal পঞ্চতন্ত্রকে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের রচনা বলে উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য যে বিষ্ণুশর্মা বিরচিত মূল পঞ্চতন্ত্র বর্তমানে অবলুপ্ত। পরবর্তী কালে রচিত কয়েকটি সংস্করণে পঞ্চতন্ত্রের কাহিনীকে ধরে রাখা হয়েছে। সেগুলির অন্যতম হলো দ্বাদশ খ্রীষ্টাব্দে জিনপতিসূরীর শিষ্য শ্বেতাম্বর জৈনভিক্ষু পূর্ণভদ্রের প্রকাশিত পঞ্চতন্ত্রের সংস্করণ। ইহা 'পঞ্চাখ্যানক' নামে পরিচিত। এর পূর্বে 'তন্ত্রাখ্যায়িকা' নামে মূল পঞ্চতন্ত্রের একটি সংস্করণ বর্তমান ছিল। পঞ্চতন্ত্রের একটি দক্ষিণভারতীয় সংস্করণও পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে পঞ্চতন্ত্র অবলম্বনে রচিত গ্রন্থটি হলো কবি নারায়ণ শর্মা বিরচিত 'হিতোপদেশ'।

বৃহৎকথা ঃ— পঞ্চতন্ত্রের পর যে গল্পসাহিত্য শুধুমাত্র আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষেই নয়, বর্হিভারতেও সমান শ্রদ্ধা আকর্ষণ করছিল, তা হলো বৃহৎকথা। কবি বাণভট্ট তার হর্ষচরিতে এই গ্রন্থের প্রশংসা করেছেন—

"সমুদ্দীপিত কন্দর্পো কৃতগৌরীপ্রসাধনা
হরলীলেব নো কস্য বিস্ময়ায় বৃহৎকথা।।"

পৈশাচী প্রাকৃতে পশুর রক্তে সাত লক্ষ শ্লোকে রচিত বৃহৎকথা প্রকৃত অর্থেই বৃহৎকথা। কবি গুণাঢ্য এর রচয়িতা। বলা হয় বিতর্কে পরাজিত হয়ে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ এই তিন ভাষায় মৌন থেকে কবি পৈশাচী প্রাকৃতে গ্রন্থটি রচনা করেন। প্রাচীন ভারতীয় রাজা সাতবাহন এই গ্রন্থের সাথেই যুক্ত। পঞ্চতন্ত্রের মতো মূল বৃহৎকথাও অবলুপ্ত। সুবন্ধু, বাণভট্ট প্রভৃতি গদ্যকার, নাট্যকার ভাস এই মহাগ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। ভাসের 'স্বপ্নবাসবদত্তম্' ও 'প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণ' এর উৎস বৃহৎকথা।

নবম খ্রীষ্টাব্দের একটি কম্বোজীয় লিপিতে গুণাঢ্যের উল্লেখ রয়েছে। খ্রীষ্টিয় ষষ্ঠ

Scanned with CamScanner

শতক পর্যন্ত গ্রন্থটির অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। পর্যটক অলবেরুনি ভারতীয় জনমানসে এই গ্রন্থটির প্রভাবের উল্লেখ করেছেন। মহাকবি কালিদাস তাঁর 'মেঘদূতম্' এ গ্রামবৃদ্ধদের মুখ থেকে নগরবাসীদের বৃহৎকথার গল্প শোনার উল্লেখ করেছেন। পরবর্তীকালে রচিত কয়েকটি গ্রন্থে বৃহৎকথার কাহিনী স্থান পেয়েছে। সেগুলির অন্যতম হলো কবি ক্ষেমেন্দ্রের 'বৃহৎকথামঞ্জরী', কবি জয়রথের 'হর্ষচরিত', কাশ্মীরী কবি সোমদেব ভট্টের 'কথাসরিৎসাগর' উল্লেখযোগ্য। সাহিত্য সমালোচক Keith গুণাঢ্যকে পঞ্চম শতকের কবি বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি একটি কম্বোডীয় লিপিও আবিষ্কার করছেন—

"পারদঃ স্থির কল্যাণঃ গুণাঢ্য প্রাকৃতপ্রিয়ঃ।
অনীতির্যো বিশালাক্ষঃ শূর নাককৃতভীমকঃ"।।

এছাড়া কবি বুদ্ধস্বামীর বৃহৎকথা শ্লোকসংগ্রহও এই সম্পর্কিত একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ।

হিতোপদেশ ঃ— 'পঞ্চতন্ত্রাত্তথান্যাস্মাদ্ গ্রন্থাদ্কৃষ্যলিখ্যতে'। বঙ্গকবি নারায়ণ পঞ্চতন্ত্রের কাহিনী অনুসরণে চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত হিতোপদেশ রচনা করেন। পঞ্চতন্ত্রের পর বিশেষত বঙ্গদেশে এই গ্রন্থটি সবিশেষ সমাদৃত হয়। কবি নারায়ণ বঙ্গেশ্বর ধবল চন্দ্রের সভাকবি ছিলেন। —*'মিত্রলাভঃ সুহাভেদো বিগ্রহ সন্ধিরেব চ'।*

হিতোপদশের চারটি বিভাগ হলো—মিত্রলাভ, সুহৃদভেদ, বিগ্রহ ও সন্ধি। খ্রীষ্টিয় একাদশ শতকে গ্রন্থটি রচিত হয়। এতে মোট গল্প ৪৩। ২৫ টি গল্প পঞ্চতন্ত্র থেকে নিলেও ১৮টি গল্প অন্যান্য বিষয় অবলম্বনে কবিকর্তৃক স্বয়ং রচিত।

কথাসরিৎসাগর ঃ—অধুনাপ্রাপ্ত গল্পসাহিত্যের আকর গ্রন্থগুলির মধ্যে কথাসরিৎসাগর অন্যতম বৃহত্তম গল্পগ্রন্থ। কাশ্মীরী কবি সোমদেবভট্ট কথাসরিৎসাগর রচনা করেন। বৃহৎকথা অবলম্বনে রচিত কথাসরিৎসাগর গুণাঢ্যের বৃহৎকথার এক বিশ্বস্ত সংস্করণ। কবি সোমদেব তাঁর পূর্বসূরী গুণাঢ্যের কাছে তাঁর ঋণ অক্লেশে স্বীকার করেছেন। ১৮ লম্ভকে ১২৪ তরঙ্গে এবং ২৪,০০০ শ্লোকে রচিত কথাসরিৎসাগর বর্তমান বিশ্বের বৃহত্তম গল্পগ্রন্থ। কবি সোমদেব কাশ্মীর নরেশ অনন্তের সভাকবি ছিলেন। রাজমহিষী সূর্যমতীর পৃষ্ঠপোষকতায় সোমদেব এইগ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটির রচনাকাল খ্রীষ্টিয় একাদশ শতক।

বৃহৎকথামঞ্জরী ঃ—গুণাঢ্যের বৃহৎকথার আর এক বিশ্বস্ত সংস্করণ বৃহৎকথামঞ্জরী। কবি ক্ষেমেন্দ্র কাশ্মীরের অধিবাসী ছিলেন। বৃহৎকথামঞ্জরী গ্রন্থটির যে পাণ্ডুলিপি আবিস্কৃত হয়েছে সেটি অসমাপ্ত। ২৮ টি সর্গে ৪৫৩ টি শ্লোকে অসমাপ্ত অবস্থায় এটি আবিস্কৃত হয়। ক্ষেমেন্দ্রও সোমদেব ভট্টের সমসাময়িক ছিলেন।

সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা ঃ—সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ গল্পগ্রন্থ সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা। গ্রন্থটির প্রস্তাবনায় দেখা যায় ধারানৃপতি ভোজ এক গোপালকের খবর পেয়ে মাটি খুঁড়ে এক অদ্ভুত সিংহাসন আবিষ্কার করেন। সিংহাসনটি ৩২ টি

Scanned with CamScanner

পুতুলবাহিত। রাজা ভোজ এই অদ্ভুত সিংহাসনে যতবার আরোহন করতে গেছেন ততবার ৩২ টি পুতুল প্রত্যেকে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের গুণাবলী বর্ণনা করে একটি করে গল্প বলে অন্তর্হিত হয়। এভাবে ৩২ টি পুতুলের ৩২ টি কথিত গল্পের সংকলন সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা। খ্রীষ্টাব্দ ত্রয়োদশ শতকে গ্রন্থটি রচিত হয়।

শুকসপ্ততিকথা ঃ—৭০ টি গল্পের সংকলন শুকসপ্ততিকথা। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে কবি 'চিন্তামণিভট্ট' এই গ্রন্থটি রচনা করেন। দেবদাস নামক কোন এক রাজকর্মচারীর পালিত এক শুকপাখি ছিল। রাজকর্মচারী দেবদাসের সুন্দরী পত্নীর প্রতি প্রলুব্ধ হয়ে রাজা তাকে রাজকার্যের অছিলায় রাজ্যের বাইরে পাঠান। পূর্বপরিকল্পনা অনুসারে দেবদাসপত্নী প্রতিরাত্রে গৃহত্যাগের উদ্যোগ করতে লাগলে শুকপাখিটি তাকে একটি করে গল্প বলত। গল্পের মোহে দেবদাস পত্নীর আর গৃহত্যাগ করা হতো না। এভাবে সত্তর রজনীতে ৭০ টি গল্প শুখপাখিটি বলে। ইতিমধ্যে দেবদাস ফিরে আসে এবং দেবদাস পত্নীর চারিত্রিক বিশুদ্ধতা রক্ষিত হয়। গ্রন্থটির রচনা কাল খ্রীষ্টিয় দ্বাদশ শতক।

বেতালপঞ্চবিংশতি ঃ—কিংবদন্তী মহারাজ বিক্রমাদিত্যকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত সাহিত্য রচিত হয়ছে বেতালপঞ্চবিংশতি তার অন্যতম। এক সন্ন্যাসিকে প্রদত্ত কথার মর্যাদা রাখতে মহারাজ বিক্রমাদিত্য মৌন অবস্থায় অন্ধকার রাত্রিতে একটি শবদেহ আনতে যান। বৃক্ষের উপর অবস্থিত শবদেহটিকে অশ্রয় করেছিল একটি বেতাল। বেতালের শর্ত ছিল বিক্রমাদিত্য যদি তার জিজ্ঞাসার যথাযথ উত্তর দিতে পারেন তবে তিনি শবদেহের অধিকার ছেড়ে দেবেন। বিক্রমাদিত্যকে বেতাল কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন। প্রাজ্ঞ মহারাজ সেগুলোর যথাযথ উত্তর দিলেও তাঁর মৌনতা ভঙ্গের সুযোগে শবদেহটি পুনরায় গাছে উঠে যেত। এইভাবে বেতাল ২৫ টি গল্প বলে। বেতাল পঞ্চবিংশতি এই ২৫ টি গল্পেরই সংকলন। রচয়িতা শিবদাস । সময়কাল দ্বাদশ শতাব্দী।

পুরুষপরীক্ষা ঃ— বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি রচিত পুরুষপরীক্ষা একটি প্রসিদ্ধ গল্পগ্রন্থ। মনুষ্যচরিত্রের পরিচয় প্রাপ্তিতে এই গ্রন্থটি প্রকৃতই অতুলনীয়। সহজ সরল সংস্কৃতে রচনা এই গ্রন্থটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

এছাড়া আরোও কিছু রচনা গল্প সাহিত্যের ভাণ্ডারকে পরিপূর্ণতা দান করেছে। এগুলির অন্যতম কবি বল্লাল রচিত ভোজপ্রবন্ধ। রাজা ভোজের বিচিত্র কর্ম পদ্ধতি এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু। মেরুতুঙ্গের প্রবন্ধ চিন্তামনি এবং রাজশেখরের প্রবন্ধ কোষও এই ধারার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

Scanned with CamScanner

বাংলা ও সংস্কৃতটীকা

পঞ্চতন্ত্রম্

সংস্কৃত গল্পসাহিত্যস্য ইতিহাসে প্রাচীনতমঃ গল্পগ্রন্থঃ পঞ্চতন্ত্রম্। দক্ষিণভারতীয়ঃ কবিঃ বিষ্ণুশর্মা অস্য গ্রন্থস্য প্রণেতা। দাক্ষিণাত্যস্য মহিলারোপ্য ইতি নগরস্য রাজা আসীত্ অমরসিংহঃ। তস্য চ রাজ্ঞঃ মূর্খপুত্রাণাং বিদ্যাশিক্ষার্থং নীতিশিক্ষার্থং চ বিষ্ণুশর্মণা পঞ্চতন্ত্রং বিরচিতম্।

সকলার্থশাস্ত্রসারং জগতি সমালোক্য বিষ্ণুশর্মেদম্।
তন্ত্রৈঃ পঞ্চভিরেতচ্চকার সুমনোহরং কাব্যম্।।

সর্বাণি অর্থশাস্ত্রাণি কামশাস্ত্রাণি নীতিশাস্ত্রাণি সাহিত্যানি চ পর্যালোচ্য কবিঃ বিষ্ণুশর্মা বিশ্বস্য প্রাচীনতমং গল্পসাহিত্যং পঞ্চতন্ত্রং বিরচিতবান্।

গ্রন্থেঽস্মিন্ পঞ্চ অধ্যায়াঃ সন্তিঃ। অধ্যায়াঃ অত্র 'তন্ত্রম্' ইতি নাম্না অভিহিতাঃ। এতানি পঞ্চতন্ত্রাণি যথা—মিত্রভেদ-মিত্রপ্রাপ্তি-কাকোলূকীয়-লব্ধপ্রণাশ-অপরীক্ষিতকারকানি।

পঞ্চতন্ত্রগ্রন্থস্য তন্ত্রপঞ্চকে সাকুল্যেন ৭৪ সংখ্যকানি গল্পানি সন্তি। সরলসংস্কৃতভাষয়া শিশুপাঠ্যরূপেণ পঞ্চতন্ত্রস্য গল্পানি বিরচিতানি। শিশুচিত্তম্ আকর্ষয়িতুং গল্পেষু পশুপক্ষিণঃ চরিত্ররূপেণ চিত্রিতাঃ। সর্বেষাং চ গল্পানাং পরিণতৌ কস্যচিত্ নীতিবাক্যস্য সংযোজনং কবিনা কৃতম্।

পঞ্চতন্ত্রং বিশ্বসাহিত্যে সর্বাপেক্ষতঃ বহুলপ্রচারিতঃ গল্পগ্রন্থঃ। সমগ্রে বিশ্বে দ্বিশতাধিকাসু ভাষাসু পঞ্চতন্ত্রস্য সংস্করণ প্রকাশিতম্। পাশ্চাত্যস্য 'বাইবেল' ইতি গ্রন্থাত্ পরং পঞ্চতন্ত্রমেব সর্বাধিকঃ প্রচারিতঃ গল্পগ্রন্থঃ। পঞ্চতন্ত্রস্য মূলগ্রন্থঃ অধুনা কালকবলিতঃ। পঞ্চতন্ত্রম্ অবলম্ব্য পরবর্ত্তীকালেষু রচিতেষু গ্রন্থেষু পঞ্চতন্ত্রকথা

Scanned with CamScanner

समुपलभ्यते। तेषु च ग्रन्थेषु 'तन्त्राख्यायिका' 'पञ्चाख्यानकम्' 'हितोपदेशः' नामकाः ग्रन्थाः अन्यतमाः।

পঞ্চতন্ত্রম্

সংস্কৃত গল্পসাহিত্যস্য ইতিহাসে প্রাচীনতমঃ গল্পগ্রন্থঃ পঞ্চতন্ত্রম্। দক্ষিণভারতীয়ঃ কবিঃ বিষ্ণুশর্মা অস্য গ্রন্থস্য প্রণেতা। দাক্ষিণাত্যস্য মহিলারোপ্য ইতি নগরস্য রাজা আসীৎ অমরসিংহঃ। তস্য চ রাজ্ঞঃ মূর্খপুত্রাণাং বিদ্যাশিক্ষার্থং নীতিশিক্ষার্থং চ বিষ্ণুশর্মণা পঞ্চতন্ত্রং বিরচিতম্।

সকলার্থশাস্ত্রসারং জগতি সমালোক্য বিষ্ণুশর্মেদম্।
তন্ত্রৈঃ পঞ্চভিরেতচ্চকার সুমনোহরং কাব্যম্।।

সর্বাণি অর্থশাস্ত্রাণি কামশাস্ত্রাণি নীতিশাস্ত্রাণি সাহিত্যানি চ পর্যালোচ্য কবিঃ বিষ্ণুশর্মা বিশ্বস্য প্রাচীনতমং গল্পসাহিত্যং পঞ্চতন্ত্রং বিরচিতবান্।

গ্রন্থেঽস্মিন্ পঞ্চ অধ্যায়াঃ সন্তিঃ। অধ্যায়াঃ অত্র 'তন্ত্রম্' ইতি নাম্না অভিহিতাঃ। এতানি পঞ্চতন্ত্রাণি যথা— মিত্রভেদ-মিত্রপ্রাপ্তি-কাকোলূকীয়-লব্ধপ্রণাশ-অপরীক্ষিতকারকানি।

পঞ্চতন্ত্রগ্রন্থস্য তন্ত্রপঞ্চকে সাকুল্যেন ৭৪ সংখ্যকানি গল্পানি সন্তি। সরলসংস্কৃত ভাষয়া শিশুপাঠ্যরূপেণ পঞ্চতন্ত্রস্য গল্পানি বিরচিতানি। শিশুচিত্তম্ আকর্ষয়িতুং গল্পেষু পশুপক্ষিণঃ চরিত্ররূপেণ চিত্রিতাঃ। সর্বেষাং চ গল্পানাং পরিণতৌ কস্যচিৎ নীতিবাক্যস্য সংযোজনং কবিনা কৃতম্।

পঞ্চতন্ত্রং বিশ্বসাহিত্যে সর্বাপেক্ষতঃ বহুলপ্রচারিতঃ গল্পগ্রন্থঃ। সমগ্রে বিশ্বে দ্বিশতাধিকাসু ভাষাসু পঞ্চতন্ত্রস্য সংস্করণং প্রকাশিতম্। পাশ্চাত্যস্য 'বাইবেল' ইতি গ্রন্থাৎ পরং পঞ্চতন্ত্রমেব সর্বধিকঃ প্রচারিতঃ গল্পগ্রন্থঃ। পঞ্চতন্ত্রস্য মূলগ্রন্থঃ অধুনা কালকবলিতঃ। পঞ্চতন্ত্রম্ অবলম্ব্য পরর্ত্তীকালেষু রচিতেষু গ্রন্থেষু পঞ্চতন্ত্রকথা সমুপলভ্যতে। তেষু চ গ্রন্থেষু 'তন্ত্রাখ্যায়িকা', 'পঞ্চাখ্যানকম্', 'হিতোপদেশঃ' নামকাঃ গ্রন্থাঃ অন্যতমাঃ।

পঞ্চতন্ত্রম্

সংস্কৃত গল্প সাহিত্যের ইতিহাসে প্রাচীনতম গল্পগ্রন্থ পঞ্চতন্ত্র। দক্ষিণ ভারতীয় কবি বিষ্ণুশর্মা এইগ্রন্থের রচয়িতা। দাক্ষিণাত্যের মহিলারোপ্য নগরীর রাজা ছিলেন অমরসিংহ। অমরসিংহের মূর্খপুত্রদের বিদ্যাশিক্ষা ও নীতিশিক্ষা জন্য বিষ্ণুশর্মা পঞ্চতন্ত্র রচনা করেন—

Scanned with CamScanner

সকলার্থশাস্ত্রসারং জগতি সমালোক্য বিষ্ণুশর্মেদম্।
তন্ত্রৈঃ পঞ্চভিরেতচ্চকার সুমনোহরং কাব্যম্।।

সকল অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, সাহিত্যশাস্ত্র প্রভৃতি পর্যালোচনা করে কবি বিষ্ণুশর্মা বিশ্বের প্রাচীনতম গল্পগ্রন্থ পঞ্চতন্ত্র রচনা করেন।

এই গ্রন্থে পাঁচটি অধ্যায় রয়েছে। অধ্যায় গুলি 'তন্ত্র' নামে অভিহিত। এই পাঁচটি তন্ত্র হল—মিত্রভেদ, মিত্রপ্রাপ্তি, কাকোলূকীয়, লব্ধপ্রণাশ ও অপরীক্ষিতকারক। পঞ্চতন্ত্রে পাঁচটি অধ্যায়ে সর্বমোট ৭৪ টি গল্প রয়েছে। সরল সংস্কৃতে শিশুপাঠ্যের উপযোগী করে পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলি রচিত। শিশুমনের আকর্ষণের জন্য গল্পগুলিতে পশু পক্ষীদের গল্পের চরিত্ররূপে চিত্রিত করা হয়েছে। প্রতিটি গল্পের শেষে কবি একটি করে নীতি-উপদেশেরও সংযোজন করেছেন।

পঞ্চতন্ত্র বিশ্বের সর্বাপেক্ষা বহুল প্রচারিত গল্পগ্রন্থ। বিশ্বের প্রায় দুই শতাধিক ভাষায় পঞ্চতন্ত্র অনূদিত। বাইবেলের পর পঞ্চতন্ত্রই সর্বাধিকপ্রচারিতগ্রন্থ। মূলপঞ্চতন্ত্র বর্তমানে পাওয়া যায় না। তবে পরবর্তীকালে রচিত 'তন্ত্রাখ্যায়িকা', 'পঞ্চাখ্যানক', 'হিতোপদেশ' প্রভৃতি গ্রন্থে পঞ্চতন্ত্রের কাহিনী গ্রথিত রয়েছে।

हितोपदेशः

पञ्चतन्त्रकथाभागम् आश्रित्य परवर्त्तीकाले रचितेषु ग्रन्थेषु हितोपदेशः अन्यतमः। महाकविः नारायणशर्मा हितोपदेशस्य रचयिता।

महाकविः नारायणः बङ्गाधिपस्य धवलचन्द्रस्य सभाकविः आसीत्। भागीरथी तीरवर्त्तिनः पाटलीपुत्रः इति नगरस्य राजा आसीत् सुदर्शनः। तस्य च राज्ञः निर्बोधराजपुत्राणां विद्याशिक्षार्थं नारायणशर्मणा हितोपदेशः विरचितः।

हितोपदेशस्य गल्पसंख्या ४२। तेषु च गल्पेषु पञ्चविंशतिः संख्यकानि गल्पानि विष्णुशर्मणः पञ्चतन्त्रात् गृहितानि। अवशिष्टानि सप्तदशसंख्यकानि गल्पानि कवेः स्वरचितानि। महाकविः नारायणशर्मा द्विधाहीनकण्ठेन पूर्वसूरिणः विष्णुशर्मणः ऋणं स्वीकृतवान्—

'पञ्चतन्त्रात्तथान्यस्मात् ग्रन्थादाकृष्य लिख्यते'।

हितोपदेशे पञ्चतन्त्रेण सह वेतालपञ्चविंशति-शुकसप्तति कथा-कामन्दकीयनीतसार-रामायण-महाभारतपुराण्येभ्यश्च काहिनी गृहीता

Scanned with CamScanner

অভবৎ।

হিতোপদেশঃ দ্বিচত্বারিংশৎগল্পেষু চতুরধ্যায়েষু বিভক্তঃ। তত্র অধ্যায়চতুষ্টয়ং যথা—মিত্রলাভ-সুহৃদ্‌ভেদ-বিগ্রহ-সনিধশ্চ— *'মিত্রলাভঃ সুহৃদ্‌ভেদো বিগ্রহসন্ধিরেব চ'*। খ্রীষ্টীয়ে দশম শতকে নারায়ণশর্মা আবির্ভূতঃ অভবৎ ইতি বিদুষাং মতম্। বঙ্গদেশে হিতোপদেশঃ জনপ্রিয়গল্পগ্রন্থরূপেণ বিবেচিতঃ। হিতোপদেশস্য অন্তিমে শ্লোকে নারায়ণশর্মণা তস্য সংক্ষিপ্তঃ পরিচয়ঃ প্রদত্তঃ—

শ্রীমান্ ধবলতন্দ্রোঽসৌ জীয়ান্মাণ্ডলিকো রিপূন্।
যেনায়ং সংগ্রহো যত্নাল্লেখয়িত্বা প্রচারিতঃ।।

হিতোপদেশঃ

পঞ্চতন্ত্রকথাভাগম্ আশ্রিত্য পরবর্ত্তীকালে রচিতেষু গ্রন্থেষু হিতোপদেশঃ অন্যতমঃ। মহাকবিঃ নারায়ণশর্মা হিতোপদেশস্য রচয়িতা।

মহাকবিঃ নারায়ণঃ বঙ্গাধিপস্য ধবলচন্দ্রস্য সভাকবিঃ আসীৎ। ভাগীরথী তীরবর্ত্তিনঃ পাটলীপুত্রঃ ইতি নগরস্য রাজা আসীৎ সুদর্শনঃ। তস্য চ রাজ্ঞঃ নির্বোধরাজপুত্রাণাং বিদ্যাশিক্ষার্থং নারায়ণশর্মণা হিতোপদশঃ বিরচিত।

হিতোপদেশস্য গল্পসংখ্যা ৪২। তেষু চ গল্পেষু পঞ্চবিংশতিঃ সংখ্যাকানি গল্পানি বিষ্ণুশর্মণঃ পঞ্চতন্ত্রাৎ গৃহীতানি। অবশিষ্টানি সপ্তদশসংখ্যকানি গল্পানি কবেঃ স্বরচিতানি। মহাকবিঃ নারায়ণশর্মা দ্বিধাহীনকণ্ঠেন পূর্বসূরিণঃ বিষ্ণুশর্মণঃ ঋণং স্বীকৃতবান্— *'পঞ্চতন্ত্রাত্তথান্যস্মাৎ গ্রন্থাদাকৃষ্য লিখ্যতে'*।

হিতোপদেশে পঞ্চতন্ত্রেণ সহ বেতালপঞ্চবিংশতি-শুকসপ্ততি কথা-কামন্দকীয়নীতিসার- রামায়ণ-মহাভারতপুরাণেভ্যশ্চ কাহিনী গৃহীতা অভবৎ।

হিতোপদেশঃ দ্বিচত্বারিংশৎগল্পেষু চতুরধ্যায়েষু বিভক্তঃ। তত্র অধ্যায়চতুষ্টয়ং যথা— মিত্রলাভ-সুহৃদ্‌ভেদ-বিগ্রহ-সন্ধিশ্চ— *'মিত্রলাভঃ সুহৃদ্‌ভেদো বিগ্রহসন্ধিরেব চ'*। খ্রীষ্টীয়ে দশম শতকে নারায়ণশর্মা আবির্ভূতঃ অভবৎ ইতি বিদুষাং মতম্। বঙ্গদেশে হিতোপদেশঃ জনপ্রিয়গল্পগ্রন্থরূপেণ বিবেচিতঃ। হিতোপদেশস্য অন্তিমে শ্লোকে নারায়ণশর্মণা তস্য সংক্ষিপ্তঃ পরিচয়ঃ প্রদত্তঃ—

শ্রীমান্ ধবলচন্দ্রোঽসৌ জীয়ান্মাণ্ডলিকো রিপূন্।
যেনায়ং সংগ্রহো যত্নাল্লেখয়িত্বা প্রচারিতঃ।।

Scanned with CamScanner

পুরুষপরীক্ষা

সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের অন্যতম বিশিষ্ট গল্পগ্রন্থ পুরুষপরীক্ষা। মিথিলাধিপতি শিবসিংহের সভাকবি ছিলেন বিদ্যাপতি। এই বিদ্যাপতিই পুরুষপরীক্ষার রচয়িতা। সংস্কৃত সাহিত্যে বিদ্যাপতি 'মৈথিলকোকিল' নামে খ্যাত।

রাজকন্যার বিবাহ উপলক্ষ্যে পাত্রসন্ধানবিষয়কে কেন্দ্র করে গ্রন্থটি রচিত। মানুষের গুণের পরীক্ষাগ্রহণই কাব্যটির বিষয়বস্তু। এই গ্রন্থে মনুষ্যসমাজের বিভিন্ন চরিত্রের মানুষের কথা বর্ণিত হয়েছে। দানশীল, সত্যবান, গুণবান পুরুষের সাথে সাথে নীচ ধর্মবিশিষ্ট তস্কর প্রভৃতি অসজ্জন পুরুষও সেখানে বর্ণিত। সদ্‌গুণ কেবলমাত্র সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষদের মধ্যেই থাকে, তা নয়, নিম্নবর্ণের মানুষজনের মধ্যেও অনেক সদ্‌ গুণ থাকে। কবি বিদ্যাপতি নিরপেক্ষতার সাথে তাঁর গল্পে সাধারণ মানুষদের সদ্‌গুণ তুলে ধরেছেন।

পুরুষ পরীক্ষা ৪৪ টি গল্পের সঙ্কলন। গ্রন্থটি সরল সংস্কৃতে রচিত। পঞ্চতন্ত্র-হিতোপদেশ প্রভৃতি প্রাচীন গল্প গ্রন্থ থেকে পুরুষপরীক্ষার স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ প্রভৃতি গল্পগ্রন্থ মূলতঃ শিশুশিক্ষা ও নীতিশিক্ষাবিষয়ক। কিন্তু পুরুষপরীক্ষা গ্রন্থে নীতি-উপদেশের সাথে সাথে কবির হাস্যপ্রিয়তাও প্রকাশিত।

कथासरित्सागरः

महाकवेः गुणाढ्यस्य बृहत्कथामाश्रित्य परवत्तीकाले ये गल्पग्रन्थाः विरचिताः तेषु कथासरित्सागरः अन्यतमः। काश्मीरीयः कविः सोमदेवभट्टः कथासरित्सागरस्य रचयिता। काश्मीरराजस्य अनन्तस्य सभाकविः आसीत् सोमदेवभट्टः।

काश्मीर राजमहिष्याःसूर्यमत्याः चित्तविनोदनार्थं सोमदेवभट्टेन कथासरित्सागरगल्पग्रन्थः विरचितः। ख्रीष्टीये एकादशशतके ग्रन्थोऽयं विरचितः।

कथासरित्सागरः गुणाढ्यविरचितायाः बृहत्कथायाः सारसंक्षेपरूपेण स्वीकृतः। ग्रन्थोऽयं अष्टादशलम्भके १२४ तरङ्गे २४००० श्लोकसमन्वये रचितः। कथासरित्सागरस्य प्रथमलम्भके सोमदेवेन

Scanned with CamScanner

গুণাঢ্যস্য বিবরণং প্রদত্তম্। বৃহত্কথা ইব কথাসরিত্সাগরস্য নায়কঃ অপি উদয়ন বাসবদত্তয়োঃ পুত্রঃ নরবাহনদত্তঃ।

কথাসরিত্সাগরঃ বর্ত্তমানহিশ্বস্য বৃহত্তমঃ গল্পগ্রন্থঃ। অধুনালুপ্তস্য বৃহত্কথাগল্পগ্রন্থস্য কাহিনী যথাযথরূপেণ কথাসরিত্সাগরে এব বিধৃতা। কথাসরিত্সাগরমন্তরেণ বুদ্ধস্বামিণঃ বৃহত্কথাশ্লোকসংগ্রহে, ক্ষেমেন্দ্রস্য বৃহত্কথামঞ্জর্য্যামপি বৃহত্কথায়াঃ কাহিনী উপলভ্যতে।

বৃহত্কথায়াম্ উল্লিখিতেষু বৃত্তান্তেষু বহবঃ বিষয়াঃ কথাসরিত্সাগরেঽপি উল্লিখিতাঃ অভবন্। তেষু বৃত্তান্তেষু মৃগাবতী কথা-শ্রীদত্ত-মৃগাঙ্কবতী কথা-বাসবদত্তা-জীমূতবাহন-নরবাহনদত্তস্য কথা অন্যতমা। যথা ভারতবর্ষে তথা বহির্ভারতেঽপি কথাসরিত্সাগরঃ সমমেব সমাদৃতঃ।

কথাসরিৎসাগরঃ

মহাকবেঃ গুণাঢ্যস্য বৃহৎকথামাশ্রিত্য পরবর্ত্তীকালে যে গল্পগ্রন্থাঃ বিরচিতাঃ তেষু কথাসরিৎসাগরঃ অন্যতমঃ। কাশ্মীরীয়ঃ কবিঃ সোমদেবভট্টঃ কথাসরিৎসাগরস্য রচয়িতা। কাশ্মীররাজস্য অনন্তস্য সভাকবিঃ আসীৎ সোমদেবভট্টঃ।

কাশ্মীররাজমহিষ্যাঃ সূর্যমত্যাঃ চিত্তবিনোদনার্থং সোমদেবভট্টেন কথাসরিৎসাগরগল্পগ্রন্থঃ বিরচিতঃ। খ্রীষ্টীয়ে একাদশশতকে গ্রন্থোঽয়ং বিরচিতঃ।

কথাসরিৎসাগরঃ গুণাঢ্যবিরচিতায়াঃ বৃহৎকথায়াঃ সারসংক্ষেপরূপেণ স্বীকৃতঃ। গ্রন্থোঽয়ং অষ্টাদশলম্ভকে ১২৪ তরঙ্গো ২৪০০০ শ্লোকসমন্বয়ে রচিতঃ। কথাসরিৎসাগরস্য প্রথমলম্ভকে সোমদেবেন গুণাঢ্যস্য বিবরণং প্রদত্তম্। বৃহৎকথা ইব কথাসরিৎসাগরস্য নায়কঃ অপি উদয়ন-বাসবদত্তয়োঃ পুত্রঃ নরবাহনদত্তঃ।

কথাসরিৎসাগরঃ বর্ত্তমানবিশ্বস্য বৃহত্তমঃ গল্পগ্রন্থঃ। অধুনালুপ্তস্য বৃহৎকথাগল্পগ্রন্থস্য কাহিনী যথাযথরূপেণ কথাসরিৎসাগরে এব বিধৃতা। কথাসরিৎসাগরমন্তরেণ বুদ্ধস্বামিণঃ বৃহৎকথাশ্লোকসংগ্রহে, ক্ষেমেন্দ্রস্য বৃহৎকথামঞ্জর্য্যামপি বৃহৎকথায়াঃ কাহিনী উপলভ্যতে।

বৃহৎকথায়াম্ উল্লিখিতেষু বৃত্তান্তেষু বহবঃ বিষয়াঃ কথাসরিৎসাগরেঽপি উল্লিখিতাঃ

Scanned with CamScanner

অভবন্। তেষু বৃত্তান্তেষু মৃগাবতী কথা-শ্রীদত্ত-মৃগাঙ্কবতী কথা-বাসবদত্তা-জীমূতবাহন-নরবাহনদত্তস্য কথা অন্যতমা। যথা ভারতবর্ষে তথা বহির্ভারতেঽপি কথাসরিৎসাগরঃ সমমেব সমাদৃতঃ।

কথাসরিৎসাগর

মহাকবি গুণাঢ্যের বৃহৎকথাকে আশ্রয় করে পরবর্ত্তীকালে যে সমস্ত গল্প গ্রন্থ রচিত হয়েছে, সেগুলির মধ্যে কথাসরিৎসাগর অন্যতম। কাশ্মীরীর কবি সোমদেব ভট্ট কথাসরিৎসাগরের রচয়িতা। সোমদেবভট্ট কাশ্মীর রাজ অনন্তের সভাকবি ছিলেন।

কাশ্মীররাজ মহিষী সূর্যমতীর চিত্তবিনোদনের জন্য কবি সোমদেব ভট্ট কথাসরিৎসাগর নামক গল্প গ্রন্থ রচনা করেন। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকে গ্রন্থটি রচিত হয়।

কথাসরিৎসাগর গুণাঢ্য বিরচিত বৃহৎকথা গল্পগ্রন্থের সারসংক্ষেপ রূপে স্বীকৃত। গ্রন্থটি অষ্টাদশ লম্ভকে ১২৪ তরঙ্গে ২৪০০০ শ্লোকের সমন্বয়ে রচিত। কথাসরিৎসাগরের প্রথম লম্ভকে সোমদেবভট্ট গুণাঢ্যের বিবরণ দিয়েছেন। বৃহৎকথার মতো কথাসরিৎসাগরের নায়ক উদয়ন ও বাসবদত্তার পুত্র নরবাহন দত্ত।

কথাসরিৎসাগর বর্তমান বিশ্বের বৃহত্তম গল্পগ্রন্থ। অধুনালুপ্ত বৃহৎকথা গল্পগ্রন্থের কাহিনী যথাযথরূপে কথাসরিৎসাগরেই বিধৃত রয়েছে। কথাসরিৎসাগর ব্যতীত বুদ্ধস্বামীর বৃহৎকথাশ্লোকসংগ্রহ ও ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎকথামঞ্জরীতেও বৃহৎকথার কাহিনী বর্ণিত রয়েছে।

বৃহৎকথার বর্ণিত অনেক কাহিনী অবিকৃতরূপে কথাসরিৎসাগরে স্থান পেয়েছে, যেমন—মৃগাবতীকথা, শ্রীদত্ত, মৃগাঙ্কবতী কথা, বাসবদত্তা, জীমূতবাহন ও নরবাহনদত্তের কথা প্রভৃতি। ভারবর্ষে ও ভারতের বাইরেও কথাসরিৎসাগর গল্পগ্রন্থরূপে বিশেষভাবে সমাদৃত।

बृहत्कथा

विश्वसाहित्यस्य बृहत्तमः गल्पग्रन्थः बृहत्कथा। महाकविः गुणाढ्यः बृहत्कथागल्पग्रन्थस्य रचयिता। मूलबृहत्कथा पैशाचीप्राकृतभाषायां पशुरक्तेन सप्तलक्षश्लोकैः रचिता इति श्रूयते।

क्षेमेन्द्र-सोमदेव-जयरथ प्रभृतीनां कवीनां काहिनीसूत्रानुसारं राजा सातवाहनः राजमहिषीभिः सह जलक्रीडाकाले व्याकरणज्ञानाभावात् अपमानितः अभवत्। अपमानितः राजा व्याकरणज्ञानलाभाय

Scanned with CamScanner

বৈয়াকরণানাং শরণমগচ্ছত্। তত্র পণ্ডিতঃ গুণাঢ্যঃ দ্বাদশবর্ষৈঃ, বৈয়াকরণঃ শরবর্মা ষট্মাসৈঃ রাজানং ব্যাকরণজ্ঞানে সুপণ্ডিতকরণায় প্রতিজ্ঞাতঃ অভবত্। তত্র শরবর্মা প্রতিজ্ঞানুসারং মাসষট্কেন রাজানং ব্যাকরণে নিষ্ণাতম্ অকরোত্। ততঃ গুণাঢ্যঃ পূর্বপ্রতিজ্ঞানুসারং সংস্কৃতাপভ্রংশপ্রাকৃতভাষাসু মৌনতাম্ অবলম্ব্য অরণ্যং গতবান্। তত্র সঃ পৈশাচীপ্রাকৃতমাশ্রিত্য বৃহত্কথাং রচিতবান্।

বৃহত্কথা যদ্যপি ভূতভাষাময়ী তথাপি সা পরবর্ত্তীসংস্কৃতকবীনাং উত্সরূপেণ কল্পিতা অভবত্। দণ্ডিণঃ দশকুমার চরিত্রম্, সুবন্ধোঃ বাসবদত্তা, বাণভট্টস্য কাদম্বরী, ধনপালস্য তিলকমঞ্জরী, সোমদেবস্য কথাসরিত্সাগরঃ, ভাসস্য স্বপ্নবাসদত্তা, প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণম্—ইত্যেতানি বহূনি কাব্যসাহিত্যানি বৃহত্কথাম্ আশ্রিত্য রচিতানি। বৃহত্কথাং প্রশস্য বাণভট্টেন যথার্থতঃ উক্তম্—

সমুদ্দীপিত কন্দর্পো কৃতগৌরী প্রসাধনা।
হরলীলেব নো কস্য বিস্ময়ায় বৃহত্কথা।।

খ্রীষ্টীয়ে প্রথমশতকে তত্পূর্বে বা বৃহত্কথা রচিতা জাতা। মূলা বৃহত্কথা অধুনা অবলুপ্তা। বুদ্ধস্বামিনঃ বৃহত্কথাশ্লোকসংগ্রহে, ক্ষেমন্দ্রস্য বৃহত্কথামঞ্জর্য্যাং, সোমদেবস্য কথাসরিত্সাগরে চ বৃহত্কথায়াঃ কাহিনী বিধৃতা জাতা।

বৃহৎকথা

বিশ্বসাহিত্যস্য বৃহত্তমঃ গল্পগ্রন্থঃ বৃহৎকথা। মহাকবিঃ গুণাঢ্যঃ বৃহৎকথাগল্পগ্রন্থস্য রচয়িতা। মূলবৃহৎকথা পৈশাচীপ্রাকৃতভাষায়াং পশুরক্তেন সপ্তলক্ষশ্লোকৈঃ রচিতা ইতি শ্রূয়তে।

ক্ষেমেন্দ্র-সোমদেব-জয়রথ প্রভৃতীনাং কবীনাং কাহিনী সূত্রানুসারং রাজা সাতবাহনঃ রাজমহিষীভিঃ সহ জলক্রীড়াকালে ব্যাকরণজ্ঞানাভাবাৎ অপমানিতঃ অভবৎ। অপমানিতঃ রাজা ব্যাকরণজ্ঞানলাভায় বৈয়াকরণানাং শরণমগচ্ছৎ। তত্র পণ্ডিতঃ গুণাঢ্যঃ দ্বাদশবর্ষৈঃ,

Scanned with CamScanner

বৈয়াকরণঃ শরবর্মা ষট্‌মাসৈঃ রাজানং ব্যাকরণজ্ঞানে সুপণ্ডিতকরণায় প্রতিজ্ঞাতঃ অভবৎ। তত্র শরবর্মা প্রতিজ্ঞানুসারং মাসষট্‌কেন রাজানং ব্যাকরণে নিয়াতম্ অকরোৎ। ততঃ গুণাঢ্যঃ পূর্বপ্রতিজ্ঞানুসারং সংস্কৃতাপভ্রংশপ্রাকৃতভাষাসু মৌনতাম্ অবলম্ব্য অরণ্যং গতবান্। তত্র সঃ পৈশাচীপ্রাকৃতমাশ্রিত্য বৃহৎকথাং রচিতবান্।

বৃহৎকথা যদ্যপি ভূতভাষাময়ী তথাপি সা পরবর্ত্তীসংস্কৃতকবীনাং উৎসরূপেণ কল্পিতা অভবৎ। দণ্ডিণঃ দশকুমার চরিতম্, সুবন্ধোঃ বাসবদত্তা, বাণভট্টস্য কাদম্বরী, ধনপালস্য তিলকমঞ্জরী, সোমদেবস্য কথাসরিৎসাগরঃ, ভাসস্য স্বপ্নবাসদত্তা, প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণম্ —ইত্যেতানি বহূনি কাব্যসাহিত্যানি বৃহৎকথাম্ আশ্রিত্য রচিতানি।

বৃহৎকথাং প্রশস্য বাণভট্টেন যথার্থতঃ উক্তম্—

সমুদ্দীপিত কন্দর্পো কৃতগৌরী প্রসাধনা।

হরলীলেব নো কস্য বিস্ময়ায় বৃহৎকথা।।

খ্রীষ্টীয়েপ্রথমশতকে তৎপূর্বে বা বৃহৎকথা রচিতা জাতা। মূলা বৃহৎকথা অধুনা অবলুপ্তা। বুদ্ধস্বামিনঃ বৃহৎকথাশ্লোকসংগ্রহে, ক্ষেমন্দ্রস্য বৃহৎকথামঞ্জর্য্যাং, সোমদেবস্য কথাসরিৎসাগরে চ বৃহৎকথায়াঃ কাহিনী বিধৃতা জাতা।

বৃহৎকথা

বিশ্বসাহিত্যের বৃহত্তম গল্পগ্রন্থ বৃহৎকথা। মহাকবি গুণাঢ্য বৃহৎকথা গল্পগ্রন্থের রচয়িতা। মূলবৃহৎকথা পৈশাচী প্রাকৃতে, পশুরক্তে সাতলক্ষশ্লোকে রচিত বলে কথিত হয়।

ক্ষেমেন্দ্র, সোমদেব, জয়রথ প্রভৃতি কবিদের কাহিনী সূত্রানুসারে রাজা সাতবাহন রাজমহিষীদের সাথে জলক্রীড়াকালে ব্যাকরণজ্ঞানের অভাবে অপমানিত হন। অপমানিত রাজা ব্যাকরণ জ্ঞানলাভের জন্য বৈয়াকরণদের শরণ গ্রহণ করেন। সেখানে পণ্ডিত গুণাঢ্য দ্বাদশবর্ষে এবং বৈয়াকরণ শরবর্মা ছয়মাসে রাজাকে ব্যাকরণ জ্ঞানে সুপণ্ডিত করে তুলতে পারবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেন। সেখানে শরবর্মা ছয়মাসেই, তাঁর কথামত, রাজাকে ব্যাকরণশাস্ত্রে পণ্ডিত করে তোলেন। পূর্বপ্রতিজ্ঞা অনুসারে গুণাঢ্য তখন সংস্কৃত, অপভ্রংশ ও প্রাকৃত—এই তিন ভাষায় মৌনতা অবলম্বন করে অরণ্যে চলে গেলেন। সেখানে তিনি পৈশাচী প্রাকৃত ভাষায় বৃহৎকথা রচনা করেন।

বৃহৎকথা যদিও পৈশাচী প্রাকৃতে রচিত, তথাপি ইহা পরবর্ত। সংস্কৃত

Scanned with CamScanner

কবি-সাহিত্যিকদের কাব্যরচনার উৎসরূপে বিবেচিত হয়েছে। দণ্ডীর দশকুমারচরিত, সুবন্ধুর বাসবদত্তা, বাণভট্টের কাদম্বরী, ধনপালের তিলক মঞ্জরী, সোমদেবের কথা সরিৎ সাগর, ভাসের স্বপ্নবাসবদত্তা, প্রতিজ্ঞা যৌগন্ধরায়ণ প্রভৃতি অনেক কাব্যসাহিত্য বৃহৎকথাকে অবলম্বন করে রচিত।

বৃহৎকথার প্রশংসা করে বাণভট্ট বলেন—

সমুদ্দীপিত কন্দর্পো কৃতগৌরী প্রসাধনা।
হরলীলেব নো কস্য বিস্ময়ায় বৃহৎকথা।।

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে বা তার পূর্বে বৃহৎকথা রচিত হয়। মূল বৃহৎকথা এখন অবলুপ্ত। বুদ্ধস্বামীর বৃহৎকথাশ্লোকসংগ্রহে, ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎকথা মঞ্জরীতে, সোমদেবের কথাসরিৎসাগরেও বৃহৎকথার কাহিনী ধরা রয়েছে।

बृहत्कथामञ्जरी

गुणाढ्यविरचितायाः बृहत्कथायाः काहिनी परवर्त्तीकाले येषु ग्रन्थेषु समुपलभ्यते, तेषु बृहत्कथामञ्जरी अन्यतमा। काश्मीरीयः कविः क्षेमेन्द्रः बृहत्कथामञ्जर्य्याः रचयिता। क्षेमेन्द्रः खीष्टीये एकादशतके आविर्भूतः अभवत्।

कवि क्षेमेन्द्रः काश्मीरराजस्य अनन्तस्य सभाकविः आसीत्। सः च कथासरित्सागरस्य कवेः सोमदेवभट्टस्य सहकर्मी आसीत्।

बृहत्कथामञ्जरी स्वल्पायतनविशिष्टा। श्लोकसंख्या ७५००। काश्मीरीयं काव्यकौशलम् अनुसृत्य ग्रन्थोऽयं कल्पितः। समालोचकानां केचित् मन्यन्ते यत् क्षेमेन्द्रः सोमदेवभट्टस्य कथासरित्सागरम् अनुसृत्य तस्य बृहत्कथामञ्जरीं रचितवान्। मूलबृहत्कथायाः अतिसंक्षिप्तसारः क्षेमेन्द्रस्य ग्रन्थः। बृहत्कथामञ्जर्य्यां पञ्चतन्त्रकथायाः अपि अन्तर्भावः जातः।

Scanned with CamScanner